র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে সচেতনতা বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বক্তৃতামালা

কিরাত বার্তা প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটির পক্ষ থেকে মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা: র‍্যাগিং প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি' বিষয়ে একটি বিশেষ বক্তৃতা আয়োজন করা হয়েছে ছাত্রদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটির পক্ষ থেকে ২১শে

ফেব্রুয়ারি 'মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা : র‍্যাগিং প্রতিরোধের মূল চাবিকাঠি' বিষয়ে একটি বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে ইউজিসি গাইডলাইন অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং গবেষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে র‍্যাগিং এর বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য। ড. উদয়ন মজুমদার, একজন বিশিষ্ট মনোরোগ

ছয়ের পাতায় দেখুন--

22/2/25 Kirat Barta

বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বক্তৃতামালা

আটের পাতার পর-- বিশেষজ্ঞ এবং ত্রিপুরা সরকারের জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য কর্মসূচির রাজ্য নোডাল অফিসার, এ বিষয়ে একটি বিশেষ বক্তৃতা দেন, যা খুবই সহজবোধ্য, বুদ্ধিদীপ্ত এবং প্রেরণামূলক ছিল। তিনি তাঁর এমবিবিএস ছাত্রজীবনের সময় ইম্ফল, মনিপুরের রিমস মেডিকেল কলেজে র‍্যাগিংয়ের অভিজ্ঞতাগুলিও শেয়ার করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান যে তারা যেন বিশেষ করে বহিরাগতদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্যের ইতিবাচক প্রতিফলন তৈরি করে। মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর গঙ্গা প্রসাদ প্রসাইন, তাঁর বিএইচইউ, বারানসীর ছাত্রজীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা প্রদান করেন এবং ছাত্রদের প্রতি তাদের জুনিয়রদের ওপর ভালো প্রভাব ফেলার জন্য, সর্বদা তাদেরকে সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি আরও বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বা এর অধিভুক্ত কোনো কলেজে কোনো ধরনের র‍্যাগিং সহ্য করে না। তিনি কঠোরভাবে বলেন যে র‍্যাগিং মানে বহিষ্কার। তিনি আরও যোগ করেন যে ইউজিসি র‍্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং সকল হিতাকাঙ্ক্ষীদের ওপর দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে। বোটানি বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর, প্রফেসর বাদল কুমার দত্ত এবং ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অব স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার প্রফেসর সোমদেব বণিকও তাদের ছাত্রাবস্থার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোনো ধরনের র‍্যাগিংয়ের খবর না পাওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। ড. শৈলেশ শ্রীবাস্তব, নোডাল অফিসার, অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় তার স্বাগত বক্তৃতায় আনুষ্ঠানিকভাবে বলেন যে মাননীয় উপাচার্য এবং রেজিস্ট্রারের নেতৃত্বে আমরা ক্যাম্পাসে র‍্যাগিংয়ের শূন্য সহনশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। অ্যান্টি-র‍্যাগিং স্কোয়াডের একজন সদস্য ড. বালাসুব্রামানিয়াম নটেসান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ড. অপর্ণা দাস,অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। প্রায় পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী এই অনুষ্ঠানটি থেকে উপকৃত হয়েছে।